তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই ২০১০

জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে অর্জনসমূহ

"তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি"

আমি সুবাস কুমার বাঁশফোর গত ২৯ জুন ২০১০ তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভেড়ামারা উপজেলায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের আওতায় কোন এলাকায় কত কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে তার পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীদের তালিকার কপি, একই উপজেলায় মোট ভূমি ও খাস জমির পরিমাণ, খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার নিয়মাবলী সংক্রান্ত সরকারী প্রজ্ঞাপন এর কপি এবং উপজেলা ভূমি অফিসের সাপ্তাহিক সময়সূচী সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য পৃথক দু'টি আবেদনপত্র প্রদান করি। এ প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরের দিন বিকাল ৪.০০টায় মোবাইল করে আবেদনের বিষয়ে জানতে চান এবং এক পর্যায়ে ধমক দিয়ে বলেন, "তুমি যে তথ্যগুলো জানতে চেয়েছো তাতে দেখছি খাস জমির একটি বিষয় আছে। এই তথ্য যদি আমি তোমাকে দিই তাহলে ৩০/৪০ বছর আগের ফাইল আমাকে বের করতে হবে। তাই এই তথ্য তোমাকে দেওয়া যাবে না। তোমার সাহস কত যে, তুমি এই তথ্য গুলো জানতে চেয়েছো। আর একটি বিষয় লিখেছিলে যে, ভূমি অফিস সপ্তাহে কতদিন খোলা থাকে। এই তথ্য কি তোমাকে লিখিত দিতে হবে কেন? তুমি কি জানো না যে, ভূমি অফিস সপ্তাহে কতদিন খোলা থাকে? তুমি কি জানো এই রকম প্রশ্ন করার কারণে আমি তোমাকে পুলিশ দিয়ে সার্চ করাতে পারি? তুমি আইন বেশি শিখে গেছো তাইনা? একটা কথা মনে রেখো, তোমাকে কেউ যদি এই আইন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে তাহলে তাকে সাথে নিয়ে আগামীকাল সকাল ৯.০০টায় অফিসে আমার সাথে দেখা করবে"। সত্যি বলতে কি, এরপর থেকে আমি ভয়ে ভীষণ কাঁপছিলাম। পরে এটা আমি এনিমেটর সুমনকে জানালে তিনি আমাকে সাহস দেন এবং সঙ্গে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরদিন সুমন ও ছোটেলালকে নিয়ে সময়মত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে যাই। প্রথমে অফিসে ঢুকতে ভীষণ ভয় করলেও সুমন সাহস যোগানোর কারণে পরে 'স্যার' এর সাথে দেখা করতে সক্ষম হই। সেদিন আমাদের সাথে 'স্যার' খুবই ভাল ব্যবহার করেন এবং এক পর্যায়ে ঠান্ডা মাথায় বলেন যে, "তুমি তথ্য জানতে চেয়েছো, সেটা ভাল কথা। কিন্তু তথ্য চাওয়ার মত বিষয়ের তথ্য চাও। উপজেলা ভূমি অফিস সপ্তাহে কয়দিন খোলা থাকে এটা কি একটা লিখিত চাওয়ার মত তথ্য হলো? ঠিক আছে, আমি আগামী তিন দিনের মধ্যে এই তথ্যগুলো কুরিয়ার করে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো"। সেদিনের কথামত আমি আমার আবেদনের সব তথ্যই পেয়েছি। এই ভেবে এখন আমার অনেক ভাল লাগছে যে, আমার ভেতরে তখন যে ভয় ছিলো এখন তা একেবারেই নেই। আমার বিশাস তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি।

"আমাদের খাতায় স্বাক্ষর করে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ডটি নিয়ে যান"

আমি মুন্না দাস গত ১৩ জুলাই ২০১০ উপজেলা সমাজসেবা অফিসে আবেদন জমা দিতে যাই। তখন সমাজসেবা কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করে বলেন, আপনি কি জানতে চান? আমি বলি, দু'টি আবেদন নিয়ে এসেছি। তিনি আমার আবেদন দু'টি পড়ে বলেন, আপনারা চা খান। আমাদের চা খাওয়া শেষ হওয়ার পর তিনি আবারো বলেন, আমি আপনাদের দাস পাড়ায় ৪টি বয়স্ক ভাতা কার্ড দিয়েছি। আপনি যে আবেদন ২টি নিয়ে এসেছেন সেগুলো আমাকে দিয়ে যান। আমি আবেদন ২টি দিয়ে সীল ও স্বাক্ষরসহ রিসিভ কপি নিতে চাইলে তিনি বলেন, ঐসব লাগবে না। আমি সমাজসেবা কর্মকর্তা আপনাকে বলছি। আমি বলি, আমার লাগবে। তখন তিনি বলেন, আপনি আমার সাথে ১৫ তারিখ দেখা করেন। সে অনুযায়ী ১৫ তারিখ সকালে অফিসে যাই এবং বলি অসুস্থতার কারণে রঞ্জিত দাস আজ আসতে পারেননি। তখন তিনি আমাকে বলেন, আপনি রঞ্জিত দাসের আবেদনটি করেন আর সাথে অন্যান্য কাগজপত্রগুলো দেন। আমি রঞ্জিত দাসের কাগজপত্রগুলো দেখাই। তিনি কাগজপত্র দেখে বলেন, আপনি আর একটু বসেন। তিনি খাতা পত্র দেখে বলেন, রঞ্জিত দাসকে ১৮/৭/১০ তারিখ সমাজসেবা অফিসে নিয়ে আসেন। সেই দিনের কথামত আমি রঞ্জিত দাসকে সাথে নিয়ে সমাজ সেবা অফিসে যাই। সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রশ্ন করে বলেন, আপনি কি রঞ্জিত দাসকে সাথে নিয়ে এসেছেন? জবাবে আমি বলেছি, হ্যাঁ নিয়ে এসেছি। তখন তিনি বলেন, আমাদের খাতায় স্বাক্ষর করে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ডটি নিয়ে যান।

কুষ্টিয়াতে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় হরিজন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলীয়ভাবে তথ্য আবেদন লেখা হচ্ছে

"আমি আপনার আবেদনের জবাব লিখে রাখবো"

আমি মুন্না দাস ১৩/৭/১০ তারিখে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে যাই। অফিস সহকারী আবেদনটি পড়ে বলেন, আপনি কিছুদিন আগে আর একটি আবেদন দিয়েছিলেন। আমরা সেই আবেদনের জবাব আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনি এটা আমার কাছে দিয়ে যান। পরে আসলে তখন আপনাকে এর জবাব দিয়ে দেবো। এরপর তিনি আমার আবেদনপত্রটি জমা নেন। কিছুদিন পর তিনি আমাকে ফোন করে জানতে চান আমার আবেদনের জবাবটি পোস্টে পাঠাবেন কিনা! আমি তাকে বলেছি, আমি অফিসে এসে আমার আবেদনের জবাব নিয়ে যাবো। সেদিনের কথামত আমি গত ২১/৭/১০ তারিখে আবেদনের জবাব নিতে গেলে তিনি আমাকে চেয়ারে বসতে দিয়ে বলেন, আপনার জবাব আমি এখন দিতে পারছি না। এখন আমরা নীলফামারীতে কাজে যাচ্ছি। আপনি আগামী ২/৮/১০ তারিখে অফিসে আসেন। আমি আপনার আবেদনের জবাব লিখে রাখবো।

"আপনাকে অবশ্যই আবেদনকৃত বিষয়ের তথ্য প্রদান করা হবে"

আমি মো. সউদ খান বেদে সরদার, বাংলাদেশের একজন নাগরিক। গত ১৯/০৪/২০১০ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর কাছে সেফটিনেট কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তার তালিকা ও উক্ত কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের

নামের তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর সংশিষ্ট ধারার জবাব প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও আমাকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। তাই গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে একই বিষয়ের সুরাহা চেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ-এর কাছে ডাকযোগে আপীল করি। গত ১৪/০৭/২০১০ তারিখে উক্ত আপীল কর্তৃপক্ষ আমাকে মোবাইল নম্বরে ফোন করে জানান যে, "আপনার আপীল আবেদনটি খুবই সুন্দর হয়েছে এবং আপনাকে অবশ্যই আবেদনকৃত বিষয়ের তথ্য প্রদান করা হবে"।

"তথ্য আইন অনুযায়ী যদি কোন অফিসে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকেন, তাহলে অফিস প্রধানই হবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।"

বাংলাদেশ রেশম ট্রেনিং সেন্টার মুশরত ধুলিয়া সৈয়দপুর অফিসে নারীদের কি ধরনের ট্রেনিং করানো হয় তা জানার জন্য একটি আবেদন লিখে আমি মিঠুন দাস গত ২৮ জুন ২০১০ তারিখে উক্ত অফিসে যাই কিন্তু অফিস তালা বন্ধ ছিল। দুইদিন পর অফিসে গিয়ে দেখি, একজন সহকারী কর্মকর্তা আছেন। তখন তাকে আমি বলি যে, "আপনাদেরকে একটি আবেদন প্রদানের মাধ্যমে আমি জানতে চাই, আপনাদের এই অফিসে রেশম সম্পর্কিত কি ধরনের প্রশিক্ষণ করানো হয়"। আমার কথা শুনে তখন ঐ অফিস কর্মকর্তা প্রশ্ন করে বলেন, "এই তথ্য কি আমাকে দিতে হবে"? তারপর আমি বলি, " তথ্য আইন অনুযায়ী যদি কোন অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকেন, তাহলে অফিস প্রধানই হবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সে হিসেবে আপনাকে এই তথ্য দিতে হবে"। এরপর তিনি আমার আবেদনপত্রটি জমা নেন এবং এক সপ্তাহ পর দেখা করতে বলেন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের এনিমেটরদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের গতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রিইব রোজা লুক্সেমবার্গ স্টিফটুং ও সিএইচআরআই এর সহায়তায় ১১-১৭ জুলাই ২০১০ কুষ্টিয়ার হরিজন ও মুন্সিগঞ্জের বেদে জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উলেখ্য গত মে মাসে সাতক্ষীরা, খুলনা এবং নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলায় একই ধরনের কর্মশালা হয়, এটি তারই ধারাবাহিকতায় করা হয়। কুষ্টিয়াতে স্থানীয় রিইব পার্টনার সংগঠন ফেয়ার এবং মুন্সিগঞ্জে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি এতে সহায়তা দান করে। এই কর্মশালায় গুজরাট থেকে এসেছিলেন ভারতের CHRI এর এক্সটারন্যাল কোলাবরেটর আসলাম শাহ এ দিওয়ান, আরও ছিলেন রিইব এর প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম, উৎপল কান্তি খীসা এবং ফেয়ার এর পরিচালক দেওয়ান আখতারুজ্জামান প্রমুখ। কর্মশালায় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার সমাধানে তথ্য অধিকার আইনকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, জনগণের সম্পৃক্ততা কেন জরুরী এবং কিভাবে তথ্য আবেদন করতে হয় তা গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শেষে খোলামেলা আলোচনা করা হয় সকল বিষয় নিয়ে। এখানে কর্মশালার মূল কার্যক্রম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা হল।

প্রশিক্ষণের শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটিভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ করে। তারমধ্যে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হওয়া, চাকুরী ও আয়মূলক কাজের ক্ষেত্রে বঞ্চনা, ভূমিহীনতা ও আবাসন সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানি, স্যানিটেশনসহ সরকারী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অভাব, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদকাসক্তি অন্যতম। আসলামভাই বলেন, "আপনারা যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন সেগুলো কেন হচ্ছে তা আপনাদের জানা দরকার। এই সমস্যাগুলো আমাদের কাছে প্রজন্মকাল ধরে রয়েছে এবং সকল সমস্যা আমাদের মৌলিক অধিকারের সাথে জড়িত। কাজেই আমরা যদি আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো না জানি এবং জিম্মাদার হিসেবে যদি সরকারকে চিহ্নিত করতে না পারি তাহলে এগুলো সমাধা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি আরো বলেন, এই সমস্যাগুলোর জন্য দায়ী কারা, এসব বিষয়ে কি কি কানুন আছে তা জানা দরকার। নতুবা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার নাগরিকেরা ভোগ করতে পারে না। যাদের ক্ষমতা আছে কেবল তারাই ভোগ করছে। ফলে সমাজে সমতা আসছে না। আমাদের সকলের মৌলিক অধিকার প্রয়োজন। আর প্রয়োজন বলেই আমাদের এ সকল সমস্যা কেন হচ্ছে সেগুলো জানা দরকার। তিনি আরো বলেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিক সমান। এতে উঁচু নীচু বংশের সকল মানুষের জন্য একই আইন রয়েছে। এসম্পর্কে জানতে হলে সংবিধান সম্পর্কে জানতে হবে। এটা জানা নাগরিক দায়িত্ব। কারণ আপনাদের ট্যাক্স-এর টাকায় সরকার চলে। কাজেই সরকারের যে সকল সুবিধা জনগণের জন্য রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো পাওয়া আপনাদের মৌলিক অধিকার। যে অধিকার সরকার দিতে বাধ্য কেননা সংবিধানে সে অধিকার দেয়া হয়েছে। পৌরসভায় কাজ মিলে না, বেতন কম দেয়, কি কারণে কম দেয় ইত্যাদি বিষয়ে সুরাহা করতে গেলে পৌরসভার কানুন আপনাদেরকেই জানতে হবে। তিনি ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমাদের দেশে ফ্যাক্টরীতে ছোট ছোট বাচ্চারা কাজ করে। এ বিষয়ে আমাদের ঐখানে বিনয় মেহতা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে বলেন, এই বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করার কারণে তাদের মৌলিক অধিকার হনন করা হচ্ছে। এক হচ্ছে শিশু শ্রম এবং অপরটি হচ্ছে বাচ্চাদের লেখাপড়ার সুযোগ না দেয়া। এ বিষয়ে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে ফ্রি লেখাপড়া করার সুযোগ দিতে হবে।"

সুরাইয়া বেগম বলেন, "বাংলাদেশে সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে কিন্তু সরকার কখনোই নিজ থেকে এই আইন প্রয়োগ করবে না। আমাদের প্রয়োজনেই এটা প্রয়োগের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এই আইন প্রয়োগ করার জিম্মাদার জনগণ। নিজেদের অধিকার পাওয়ার জন্য যে লড়াই করতে হয় তার জন্য একটা হাতিয়ার দরকার। তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে এরকম একটা হাতিয়ার। এই আইন জেনে এটা প্রয়োগ করতে হবে, সংঘবদ্ধ ভাবে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দেশের নাগরিকদের চিন্তা ও কথা বলার স্বাধীনতা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই আমাদের এই তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের সাথে চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার যে অধিকার তার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যেমন কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ নানা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা; যেমন মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন প্রভৃতি সংস্থার পাশাপাশি বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে তথ্য জানার অধিকার নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে এই তথ্য আইনে প্রদান করা হয়েছে। যদি আমরা এই তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করি, তাহলে এসকল কাজে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে তেমনি দুর্নীতি হ্রাস পাবে। ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে।"

উৎপল বলেন, যেগুলো গোপন থাকে আইন অনুযায়ী সেগুলো তথ্য। আর যেগুলো প্রচার হয়ে যায়, সেগুলো তথ্য না। কারণ সেগুলো নিয়ে নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তবে অনেক তথ্য সরকার গোপন রাখে, বিনা

বেদে জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি সম্মিলিতভাবে তথ্য আবেদন কিভাবে করতে হয় তা শিখে সবার সামনে উপস্থাপন করছে

আবেদনে সরকার এসকল তথ্য কখনো প্রচার করে না। যেমন সরকারী স্কীম সুবিধা (ভিজিএফ, ভিজিডি প্রভৃতি) সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও বরাদ্দের পরিমাণ প্রভৃতি সরকারের সাথে সংশিষ্টরা সব সময় গোপন রাখতে চায়। তাই এগুলো পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। যদিও আইন অনুযায়ী এগুলো বিনা আবেদনে কর্তৃপক্ষের জানানোর কথা। কারণ এগুলো পাওয়া আপনাদের মৌলিক অধিকার ।

কর্মশালার শেষ পর্যায়ে সুরাইয়া বেগম সকলকে তথ্য আবেদনের আহবান জানিয়ে বলেন, এই কর্মশালা সার্থক করতে হলে সকলকে তথ্য আবেদন করতে হবে। ফেয়ার অফিসে তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এনিমেটর সুমন সপ্তাহে ২/৩ দিন ফেয়ার অফিসে বসবে। মুন্সিগঞ্জে তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে সউদ খানের সহায়তা নেওয়া যাবে। মনে রাখা জরুরী যে, তথ্য প্রদান করার জন্য, সেবা দেওয়ার জন্যই সরকারী কর্মকর্তারা অফিসে বসে আছে। কাজেই ভয় পেলে চলবে না, এই আইন চর্চা করতে হবে সবাই মিলে।

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংবিধান ও মৌলিক অধিকার এবং তথ্য আইন প্রয়োগে করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মুন্সিগঞ্জে বেদে জনগোষ্ঠীতে তথ্য অধিকার কর্মশালায় আসলাম ভাই, সুরাইয়া বেগম, সউদ খান প্রমুখ

রিইব পরিচালিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রকল্প কার্যক্রমের প্রথম মূল্যায়ন সভা

গত ২৬ জুলাই ২০১০ রিইব-এর সেমিনার কক্ষে প্রকল্পের এনিমেটরদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রকল্প কার্যক্রমের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বেদে সম্প্রদায়ের মো: সউদ খান, রবিদাস সম্প্রদায়ের মুন্না দাস, হরিজন সম্প্রদায়ের সুমন কুমার বাঁশফোর, মুন্ডা সম্প্রদায়ের পরিমল কুমার মুন্ডা, ঋষি সম্প্রদায়ের অসীম কুমার দাস এবং রিইব এর ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম এবং উৎপল কান্তি খীসা অংশগ্রহণ করেন। সভার এজেন্ডা হিসেবে কমিউনিটি ভিত্তিক মাসিক গ্রুপ মিটিং ও সমস্যা, তথ্য আবেদনের ইস্যু চিহ্নিতকরণ, আবেদনপত্র জমা দেয়া ও ফলোআপ করা, তথ্য সংরক্ষণ ও মাসিক প্রতিবেদন প্রদান (রিইব ও সহযোগী পার্টনারকে) এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয় নির্ধারণ ছিল অন্যতম।

এনিমেটর অসীম শুরুতে বলেন, 'আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে গ্রুপ মিটিং করি। প্রথম দিকে এটা করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু সমস্যা হয়েছে। এটা হয়তো নারীদের নিয়ে শুরু করার কারণে হয়েছে। পরে পুরুষদেরকেও আমাদের এই কার্যক্রমে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এবং কয়েকজনকে পেয়েছিও। প্রথমে লেখাপড়া জানা ছেলেদেরকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছি। বর্তমানে গ্রুপ একটিভ হয়েছে। মিটিং এর নোট রেজুলেশন বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন ইস্যু বের হচ্ছে আলোচনা থেকে যা আমাদের কমিউনিটির প্রধান সমস্যা। যেমন ইলেকট্রিক সাপাই লাইন আমাদের পাশ দিয়ে অন্য পাড়ায় গেলেও আমাদের নেই। এটা পেতে গেলে উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের তুলনায় আমাদের কাছ থেকে সংশিষ্টরা বেশি টাকা চায়। তারপরও আমরা তথ্য আবেদন করেছি এবং নিয়মানুযায়ী ফলোআপ করছি। প্রসেস ডকুমেন্টেশনের জন্য এটা জরুরী কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হচ্ছে তা হল আমরা যে এটা করছি কর্তৃপক্ষ কেউই ভালভাবে নিচ্ছে না। তাই আমরা এখন বাধ্য হয়ে আপীল এবং অভিযোগ করছি। যদিও ইতিমধ্যে অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে তারপরও তথ্য কমিশন থেকে এ পর্যন্ত কোন উত্তর মিলেনি।

এনিমেটর সুমন বলেন, 'আমরা কুষ্টিয়াতে হরিজন কমিউনিটি থেকে ১০ জনকে নিয়ে গ্রুপ করেছি। আমি রিইব এ তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে এসে আমাদের করণীয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কুষ্টিয়াতে ফিরে গিয়ে আমি ফেয়ার এর সহায়তায় হরিজনদের সাথে মিটিং করেছি এবং সেখানে তাদেরকে বুঝিয়েছি যে, আমরা হরিজনরা অনেক কিছুই পাই না। আমরা যদি তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান করা অনেক সহজ হতে পারে। সেই অনুযায়ী গ্রুপ মিটিং-এ আমরা নিজেদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করি। যেমন আমাদের কোন জমি নেই, চৈতন্য পলীতে পানির পাম্প নেই। এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে তথ্য আবেদন জমা দিয়েছি। তবে উত্তর এখনো পাইনি। পৌরসভা মেয়র এর কাছে আবেদন করেছি। শ্মশ্মান নিয়ে আমাদের ঐখানে সমস্যা আছে। এটা নিয়ে আবেদন করেছি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে। নতুন কাজ করতে গিয়ে এখন আমার কিছু কিছু সমস্যা হচ্ছে। যেমন কিভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে তা এখনো স্পষ্ট না।

এনিমেটর সউদ খান বলেন, আমরা বেদে সম্প্রদায়। আমি তথ্য অধিকার সম্পর্কে প্রথমে জানতাম না। জানুয়ারীতে কুষ্টিয়াতে রিইব এর ট্রেনিং এ গিয়ে যা জেনেছি তার আলোকেই এলাকায় পরবর্তীতে লোকজনের সাথে আলোচনা করে একটা দল গঠন করেছি। খড়িয়া ও গোয়ালীমান্দ্রার বেদে গ্রামে এই কমিটি গঠন করেছি। তাদেরকে বুঝিয়েছি, আমাদের যে সমস্যা আছে, যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, ১০০ দিনের কর্মসূচী প্রভৃতি থেকে আমরা বঞ্চিত রয়েছি। এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যদি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করি তাহলে আমরা আমাদের এই সকল সমস্যা সমাধান করতে পারি। এভাবে মিটিং এর সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা সাত জনে তথ্য আবেদন করেছি। আবাসন প্রকল্পের জমিজমা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তথ্য আবেদন করেছি।

পরিমল কুমার মুন্ডা বলেন, আমি আগে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে জানতাম না। পরে রিইব মিটিং এ উপস্থিত থেকে এটা জানতে পেরেছি। মাঠ সমন্বয়কারী উৎপলদা আমাদের ঐখানে জরিপ করতে যায়, তার সাথে আমিও কাজ করি। সকলের সাথে মিটিং এ এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে গ্রামের ২৯ টি পরিবারকে নিয়ে তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে লেখাপড়া জানে এমন লোকজনদের নিয়ে একটা ১১ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করেছি। এ মাসে ১০ জনে আবেদন করেছি। আমরা ভিজিডি, ভিজিএফ, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তার ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন করেছি। কিন্তু এখনো প্রত্যাশানুযায়ী তথ্য পাচ্ছি না।

মুন্না দাস বলেন, আমি এলাকার রবিদাসদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করি। এক পর্যায়ে ১১ জনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করি। ১ টা পৌরসভা ও ২ টা ইউনিয়ন এর লোকজন নিয়ে এই কমিটি গঠন করেছি। প্রথম দিকের সব আবেদন আমি করেছি পরবর্তীতে গ্রুপের সদস্যরা করছে। মাসে ২ বার মিটিং করি এবং জুন পর্যন্ত ১২ টা মিটিং করেছি। এর মাধ্যমে আমরা যদি তথ্য জানতে পারি তাহলে নিজেরা অনেক সুযোগ-সুবিধা, অধিকার লাভ করতে পারবো।

অসীম বলেন, রিইব এর কাছ থেকে মাসিক কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত পাওয়া জরুরী। এনিমেটরদের মাসিক রিপোর্টের উপর রিইব এর মতামত প্রয়োজন। এনিমেটরদের মাসিক রিপোর্টে পার্টনার সংগঠনের প্রধানের সই নিয়ে তারপর

ঘোষণা: রিইব-এর উদ্যোগে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" বিষয়ে আলোচনা সভা প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় রিইব অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। সবাই আমন্ত্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক -২৫, বক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন: ৮৮৬০৮৩০, ৮৮৬০৮৩১

রিইব এ পাঠালে সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের মধ্যে পরিস্কার ধারণা থাকবে। এ প্রসঙ্গে মাঠ সমন্বয়কারী উৎপল কান্তি খীসা বলেন, আমাদের কর্মপরিকল্পনা কিন্তু আগেই দেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। রিইব বিশাস করে পুরো প্রক্রিয়ার ভিত্তি হচ্ছে গণগবেষণা। এখানে চাপিয়ে দেওয়ার কিছুই নেই। জনগোষ্ঠীই সমস্যা সমাধান করার জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একসাথে কাজ করে যাবে। এজন্যে রিইব সবধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

আলোচনার শেষে প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তথ্য কমিশন এদেশের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তালিকা প্রণয়ন করছে। এটা পাওয়া গেলে তার কপি দেওয়া হবে। আর আজকের আলোচনাকে কেন্দ্র করে যেসব চাহিদা প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আগামী দিনে কাজ করা হবে। প্রকল্পের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থানীয় সকল মিটিং-এর প্রসেস ডকুমেন্টেশন করা জরুরী, তা না হলে পুরো প্রক্রিয়া বুঝা যাবে না।

প্রান্তিক গোষ্ঠীতে তথ্য আবেদনের চিত্র জানুয়ারী-জুলাই ২০১০
তথ্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগের চিত্র

কমিউনিটি	বিবরণ			
	কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন	কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাবপ্রাপ্তি	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল	তথ্য কমিশনে অভিযোগ
বেদে	১৭	-	১৫	-
রবিদাস	২৯	১৪	১	-
হরিজন	১৯	০২	৬	-
মুন্ডা	১৮	০১	৪	-
ঋষি	২১	০৪	০৮	০৪
মোট	১০৪	২১	৩৪	০৪

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের চ্যালেঞ্জসমূহ

"বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার এই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে"

সৈয়দপুর উপজেলার খাতামধুপুর ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে বর্তমানে কি ধরনের সেবা প্রদান করা হয় তা জানার জন্য আমি মিঠুন দাস কয়েকজনকে নিয়ে গত ১৫ জুন ২০১০ তারিখে আবেদন জমা দিতে দুপুর ১২:৩০টায় উক্ত অফিসে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, একজন আয়া কর্মরত আছেন। তার কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, "স্যার বাইরে গেছেন, আপনারা বসেন"। এরপর আমরা দুপুর দুইটা পর্যন্ত বসে থাকি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত অফিসে কোন ডাক্তার বা অফিস কর্মকর্তা আসেন নি। তারপর আমরা চলে আসি। এরপর গত ২০/০৬/২০১০ তারিখে সকাল দশটার সময় আবারো অফিসে যাই। অফিস কর্মকর্তা আমাকে দেখে প্রশ্ন করে বলেন, "আপনি কি চান"? তখন আমি তাকে জানাই যে, "আপনার কাছে কিছু তথ্য পাওয়ার জন্য একটি আবেদনপত্র নিয়ে এসেছি"। তিনি আবেদনপত্রটি পড়ে বলেন, "এই তথ্য নিয়ে কি করবেন"? আমি তাকে জানিয়েছি, "বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার এই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে"। তখন তিনি আমার আবেদনপত্রটি জমা নেন। আবেদনের জবাব পাওয়ার জন্য গত ১৭/৭/২০১০ তারিখে সকাল ১১.০০টার সময় আমি মুন্না দাসকে সাথে নিয়ে অফিসে যাই। তখন পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা আমাকে দেখে বলেন, আপনার আবেদনের জবাব আমি দিতে পারবো না। আর আপনার কাছে যে পত্রটি আছে সেটি আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন। তখন আমি বলি, আপনাকে তো একটা আমি দিয়েছি। তারপর তিনি বলেন, যে কপিতে আমি স্বাক্ষর করেছি সেটি আমাকে ফেরত দেন। কারণ আমাদের উপজেলা অফিসার আমাকে কোন তথ্য না দেওয়ার জন্য বলে দিয়েছেন। আপনি উপজেলা অফিসে আবেদন করেন। উপজেলা অফিস যদি আমাকে বলে তাহলে আমি আপনার আবেদনের জবাব দেবো। তাছাড়া দিতে পারবো না। এরপর আমি ২৯/০৭/১০ তারিখ উপজেলা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সকাল ১১.০০টার সময় আপীল জমা দিতে যাই। উপজেলা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র প্রধান কর্মকর্তা আমার আপীলটি পড়ে বলেন, "আপনি এই কপিটি জেলা অফিসে পাঠিয়ে দেন। আমি এই আপীলের জবাব দিতে পারবো না। যদি জেলা উপ-পরিচালক আমাদেরকে তথ্য দিতে বলেন তাহলে আমরা উপজেলা অফিস থেকে ইউনিয়ন অফিসে বলে দিলে আপনার আবেদনের জবাব ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবো। আর জেলা কর্মকর্তা আমাদের যদি তথ্য দিতে না করেন তাহলে আপনার আবেদনের জবাব দিতে পারবো না।"

"এখন আমার দেখার সময় নাই। আপনি পরে আসেন"

গত ১৩/৭/১০ আমি মুন্না দাস উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে আবেদন জমা দিতে যাই। অফিসে গিয়ে দেখি কোন লোক নেই। কিছুক্ষণ পর একজন আসে। তাকে আমার আবেদনের কথা জানালে তিনি আমাকে সামনের আরেক রুমে যেতে বলেন। সেখানে গিয়ে আমার আবেদনপত্রটি দেখালে তিনি সেটা দেখার পর বলেন যে, আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। আপনি আমাদের স্যারের সাথে কথা বলেন। স্যার একটু পরে আসবেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অফিসে আসেন। তিনি আমাকে দেখে বলেন, কি দরকার? সাথে সাথে আমি আবেদনপত্রটি দেখাই। তিনি তখন বলেন, এখন আমার দেখার সময় নাই। আপনি পরে আসেন। আমি বলি, আপনি আমার আবেদনপত্রটি জমা নেন। আমি এক সপ্তাহ পর আপনার অফিসে আসবো। তারপর তিনি আমার আবেদনপত্রটি জমা নেন।

বিধিমালা অনুসারে প্রদত্ত আপীল আবেদন ফরম

আপীল আবেদন

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা:
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)

২। আপীলের তারিখ:

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে উহার কপি:
(যদি থাকে):

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে):

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি:

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন:

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন:

আপীলকারীর স্বাক্ষর

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ -এর বর্তমান ঠিকানা

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (অস্থায়ী ভবন), এফ/৪-এ,
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলানগর, ঢাকা -১২০৭

প্রকাশনায় : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, বক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১, ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), ফ্রাঞ্জ-মেহেরিং পাটজ-১,১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী, website : www.rosalux.de